বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দিতে হবে

* বন্ধ ও রুগ্ন শিল্পের কর্মচ্যুত শ্রমিকদের ভাতা দিতে হবে।
* যে মালিকরা শ্রমিকদের টাকা মেরে দিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।
* কোন শিল্পে বা দোকানে একজন কর্মচারী থাকলেও তাকে ই এস আই ভুক্ত করতে হবে।
* বি আই এফ আর-এর শিল্প তুলে দেবার ক্ষমতা বাতিল কর।
* শ্রমিকদের টাকায় চলা ই এস আই প্রকল্পের পরিষেবাকে সহজলভ্য করতে হবে।
* ট্রেড ইউনিয়ন আইনের নতুন সংশোধনী বাতিল কর।

উপরোল্লিখিত দাবিগুলো দেখে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—যে দিবসে সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের স্লোগান না দিয়ে আমরা কতগুলো সাধারণ দাবি তুলছি কেন? হয়তো বলবেন, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনই একমাত্র পথ যা পারে শ্রমিকের সমস্ত চাহিদা পূরণ করতে। আমরা মনে করি, দীর্ঘস্থায়ী কোনও লড়াই বা সংগ্রাম চালাতে গেলেও প্রয়োজন আসু কিছু দাবি আদায় করা, যা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনেরই রসদ হিসেবে কাজ করবে।

পশ্চিমবঙ্গে আজ প্রায় ৫৭,০০০ কলকারখানা বন্ধ বা রুগ্ন। ভুক্তভোগী শ্রমিক ও পরিবারের সংখ্যা ৫ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গে ক্রমবর্ধমান বেকারের সংখ্যা ৫০ লক্ষ। প্রতি বছরে সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি সমস্ত প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে চাকরি পেয়েছে গড়ে মাত্র ১২০০০। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নতুন শিল্পোদ্যোগ বা বিনিয়োগের চিত্রও পশ্চিমবঙ্গে খুব আশাজনক নয়। গত তিন বছরে অনাবাসী বা বিদেশি বিনিয়োগ মাত্রই ১২ কোটি টাকা। রুগ্নতা বা বন্ধের এই পরিস্থিতিতে যে উদ্যোগ রাজ্য সরকারের থাকা উচিত ছিল তাও অনুপস্থিত। এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সুবিধে নিচ্ছে কিছু ফরে ব্যস্ত মালিক। যাদের কাছে শিল্প রুগ্ন করাও এক লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে তারা শিল্পকে রুগ্ন করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের টাকা সরাচ্ছেন, অন্যদিকে রুগ্নতা বা বন্ধের ভয় দেখিয়ে শ্রমিকদের বাধ্য করছেন যেকোন রকমের চুক্তি মেনে নিয়ে কাজে যোগ দিতে। তাই শ্রমিক স্বার্থবিরোধী চুক্তি আমরা হতে দেখছি—মেটাল বক্স, ক্যালকাটা কেমিক্যাল

সহ বিভিন্ন জায়গায়। চুক্তি করে লোক কমানো, মজুরী সংকোচন, কাটাওতি চলার পাশাপাশি চুক্তি না করে চলছে প্রভিডেন্ট ফান্ড, ই এস আই, গ্র্যাচুইটি সহ শ্রমিকদের বিভিন্ন টাকা মেরে দেওয়া। যা ভারতীয় দন্ডবিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। পশ্চিমবঙ্গে ১৫৮ কোটি টাকা পি এফ বাকী আছে। ই এস আই বাকী ৫২ কোটি ১৩ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। মাত্র ৪ জন চটশিল্প মালিকের অধীন সংস্থাতেই ৪০০০ জন অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিককে দীর্ঘদিন বাদেও গ্র্যাচুইটি দেওয়া হয়নি। মালিকদের এই অন্যায় আচরণ বা আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ বা ন্যায় বিচারের জন্য ভুক্তভোগীরা আদালতে বিচার চাইতে গেলেও সেখানে বছরের পর বছর মামলা ঝুলে থাকছে। এক-দুটো ক্ষেত্রে মালিকদের গ্রেপ্তার করলেও জেলে থাকার বদলে মালিকরা সুদৃশ্য নার্সিংহোমে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আদালত ও সরকার উভয়েই নীরব দর্শক।

এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মালিকরা শিল্পক্ষেত্রে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম রেখেছেন। পাশাপাশি আমাদের সরকারের মতো, প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোও নীরব। পরিস্থিতির মোকাবিলায় আগাম কোনও প্রস্তুতিতো তাদের ছিলই না এমনকি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরও কোথাও তারা নীরব দর্শক, কোথাও পুরনো চিন্তা চেতনায় আচ্ছন্ন থাকার ফলে সেকেলে কিছু স্লোগান দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন, আর কোথাওবা সরাসরি মালিকের দালালি করছেন। আশার কথা এটুকুই, দেরিতে হলেও শ্রমিকরা এই প্রতিষ্ঠিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অকর্মন্যতা ও বিশ্বাস-ঘাতকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে নিজেদের সংগঠন গড়ছেন।

শ্রমিকশ্রেণীর এই দিশেহারা অবস্থায় আমরা সরকারের কাছে এই ছটি দাবি পেশ করছি। বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের ভাতা দেওয়া তার নৈতিক কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। এ দাবি কোনও নতুন বা অযৌক্তিক দাবি নয়। ভারতবর্ষেরই দুটি রাজ্য এই দাবি মেনে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও এই দাবি মানতে হবে। প্রমাণ করতে হবে শ্রমিকশ্রেণীর এই দুরবস্থার তারা সহমর্মী।

আসুন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে এই দাবিগুলি আদায় করার জন্য আমরা একত্রিত হয়ে কার্যকর উদ্যোগ নিই।

অভিনন্দন সহ

নাগরিক মঞ্চ

নাগরিক মঞ্চ র পক্ষে অশোক ঘোষ কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,